১৪-০৮-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের নেশা থাকা উচিত যে স্বয়ং বাবা এসে আমাদের ভাগ্য উদয় করেছেন, এখন আমরা ভারতের সুপ্ত ভাগ্য উদয়ের নিমিত্ত হয়েছি"

প্রশ্ন:- নিরন্তর খুশীতে থেকে কারা খুশীর লাফ দিতে পারে ?

উত্তর :- ১. যারা দিন-রাত নিজেকে সেবায় ব্যস্ত রাখে। ২. যারা কখনও মাতা-পিতার সঙ্গে রাগ অভিমান করেনা। যদি কোনো কথায় নিজেদের মধ্যে বা মাতা পিতার সঙ্গে অভিমান করে পড়াশোনা ছেড়ে দেয় তাহলে খুশীতে লাফাতে পারেনা। মায়া তাদের চড় মেরে দেয়। যারা সবাইকে হাসায় তারা কখনও অভিমান করতে পারেনা।

গীত :- আগামী কালের ভাগ্য তোমরা ..... ।

ওমশান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। পতিত-পাবন হলেন সদগুরু। সদগুরুর সম্মুখে মিথ্যে গুরুও অনেকেই আছে। যেমন গায়ন আছে মিথ্যা মায়া মিথ্যা কায়া ..... সত্য যুগে এমন বলা হবেনা। তার নামই হল সত্যখন্ড। ভারত হল সত্যখন্ড। সত্যখন্ড নাম কেন পড়েছে ? কারণ এই হল বেহদের বাবার জন্মভূমি। এই কথা আর কারো বুদ্ধিতে নেই যে পরম পিতা পরমাত্মাকে ট্রুথ অর্থাৎ সত্য বলা হয় এবং ভারত হল ওঁনার জন্ম ভূমি। বাবা আসেন এই কথা বোঝাতে। এই ভারত বাস্তবে স্বর্গ ছিল , এখন হয়েছে নরক। আমি ভারতকে স্বর্গে পরিণত করতে আসি।

এখন তোমরা জানো যে একসময় ভারতে বিদেশিদের রাজত্ব ছিল, তখনও নরক ছিল, এখন তো আরও ঘোর নরকে পরিণত হয়েছে। নিজেদের মধ্যে কত রেষারেষি তাই এই লড়াই। ভাষার ক্ষেত্রে কত ফ্র্যাকশন পড়েছে অর্থাৎ ভাঙ্গন রয়েছে। বলে দেয় আমরা সবাই এক। বাস্তবে এত মানুষ সবাই হল ব্রাদারহুড। কোনোরকম মত ভেদাভেদ হওয়া উচিত নয়। ধর্মের ক্ষেত্রেও মতের ভিন্নতা থাকা উচিত নয়। কিন্তু কতখানি মত বিরোধ আছে এখন ! এখন তো ভাষা নিয়েও মতভেদ হয়েছে। সবই হল ড্রামার ভবিতব্য। ভারত ঘোর নরকে পরিণত হয়েছে। নিজেদের মধ্যে কত শত্রুতা ! কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধ তো লাগেনি। পাণ্ডব তো তোমরা , এখানে বসে আছো। তোমরা হলে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ ভারতের ভাগ্য তোমরা। তোমাদের নাম কত সুন্দর - স্ব দর্শন চক্রধারী, ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী। ত্রিমুর্তি শিববাবা তোমাদের ব্রহ্মা দ্বারা ত্রিকালদর্শী করেন। তৃতীয় নেত্র খোলেন। তিজরি-র ব্রত কথা অথবা সত্য নারায়ণের ব্রত কথা বা অমর নাথের কথা সব একই। তোমরা সবাই ভারতবাসী অমর কথা শুনছ। যেমন বাবা বোঝাচ্ছেন সেরকম ভাবে তোমাদেরও বোঝানো উচিত। জিজ্ঞাসা করে - বাবা, সার্ভিস কিভাবে করব ? বাবা বোঝাচ্ছেন যে ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ মানুষকে হীরের মত করে তৈরি করে, তারা নিজের কাছে বোর্ড লাগাতে পারে। শিববাবার চিত্র যেন লাগানো থাকে। শিববাবার চিত্রের নীচে লেখা থাকবে - " বেহদের বাবার কাছে জন্ম সিদ্ধ অধিকার স্বর্গের বাদশাহী কিভাবে প্রাপ্ত হয় - সেসব এসে বোঝো।" তখন মানুষ এসে বুঝবে। বোঝানোর বিষয় তো খুব সহজ। বাবা এসেছেন, এসে স্বর্গ তৈরি করছেন। ভারত হল শিববাবার অবতরণ ভূমি। পরমধাম থেকে বাবা ভারতেই আসেন। ভারত-ই হল সবচেয়ে বড় তীর্থ স্থান। সবাইকে বিশ্বাস করা উচিত। গুরু নানক , বুদ্ধ ইত্যাদি যাঁরা আছেন সবার পতিত-পাবন পিতা

হলেন যিনি , তাঁরই এই হল জন্ম ভূমি। এখন তো হয়েছে অসুরী রাজ্য । যথা রাজা রানী তথা প্রজাও হবে, শ্যাম তারপরে গৌর বর্ণে পরিণত হবে। একে বলা হয় লৌহ যুগ, ওটা হল স্বর্ণ যুগ। পবিত্র দুনিয়া হল শিবালয়। ইংরেজ বুঝতে পারতো গড-গডেজ দের রাজ্য ছিল ভারতে। কিন্তু কবে ছিল, সেসব জানত না। ভারত অতীব ধনী ছিল, এখন তো কাঙাল হয়েছে তাই ভারতকে অর্থ দান করা হয়। গরীবদের দান করা হয়, সুতরাং এখন দান করা হয়। ভারত থেকে অনেক অর্থ ধন সম্পদ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন আবার ভারতকে দান করছে। বাবা বলেন আমার পার্ট রয়েছে ভারতকে হীরে তুল্য করা। তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার - কুমারী, তোমাদেরই দেবী দেবতায় পরিণত করা হয়। গায়ন আছে পরম পিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ এবং দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন। কিন্তু ভারতবাসী জানেনা। অজানা থাকাটাই ড্রামাতে নির্দিষ্ট। তাই এই রূপ বোর্ড লাগিয়ে দাও যে লৌকিক পিতার কাছে জন্ম জন্মান্তর হদের বর্সা প্রাপ্ত করা হয়েছে , এখন পারলৌকিক পিতার কাছে স্বর্গের বর্সা প্রাপ্ত করো। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান সঙ্গমেই হয়। তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমারী তো অবশ্যই শিববাবার নাতি নাতনি । এইসব সবাইকে বোঝাও যে তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান এবং সত্যযুগী দৈবী স্ব রাজ্যের অধিকারী। কত সহজ কথা। এই ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা হল শিববাবার নাতি-নাতনি । কল্প পূর্বেও ছিলে, এখন আবার হচ্ছ, সেইসব দেবী-দেবতা হওয়ার জন্যে। শিববাবার চিত্রও সর্বদা সঙ্গে রাখবে। ভারতকে স্বর্গে পরিণত করতে যে সহযোগ করে, তারা পুরস্কার প্রাপ্ত করে। যে ব্রাহ্মণ যেমন ভাবে সেবা করে, তেমন পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করে। বাবার কাছে সম্পূর্ণ বর্সা নিতে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। বাচ্চারা তোমাদের অন্তরে খুশী হওয়া উচিত যে আমরা শ্রীমৎ অনুসারে চলে স্বর্গের রাজত্ব বর্সা স্বরূপ প্রাপ্ত করছি। নেশা তো নিশ্চয়ই থাকা উচিত। স্বর্গের মালিক তো সবাই হবে কিন্তু পুরুষার্থ করে উঁচু মর্যাদা প্রাপ্ত করো। বাবার নাম বিখ্যাত করো। গায়ন আছে - গুরুর নিন্দুক স্থান বা ঠাহর পায়না। কিন্তু তাদের জিজ্ঞাসা করো - কোন্ স্থান বা ঠাহর ? এখন সদগুরু তো গ্যারান্টি দেন - আমি এসেছি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তোমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। এই কথাটি কেবলমাত্র বাবা-ই বলতে পারেন। গায়নও আছে মশার ঝাঁকের মতো গমন। বিনাশের সময়ে দুনিয়ায় আগুন লাগবে। এইসবও গায়ন আছে যে পাণ্ডবদের লক্ষ ভবনে আগুন দেওয়া হয়েছিল। লক্ষ ভবন ছিল তাইনা। এনার নাম ছিল লখিরাজ। যথাযথভাবে কেরোসিন তেল এনেছিল তারা আগুন দিতে। প্রাক্টিক্যালে হয়েছে। আগুন লাগেনি, সেসব তো শুধুমাত্র লিখে দিয়েছে। সুতরাং বাচ্চারা তোমাদের কতখানি নিশ্চিন্তে থাকা উচিত কারণ তোমরা ভারতের ভাগ্য উদয় করবে। তারা তো ভাগ্য উদয়ের ক্ষেত্রে রেখা টেনে দিয়েছে। বর্তমানে ধন ইত্যাদি বাইরে থেকে আসছে। এইটিও রিটার্ন সার্ভিস চলছে। বিনাশ সামনে দাঁড়ানো। তারা তোমাদের কাছে অনেক নিয়েছে , ভারত কে লুট করেছে। কতখানি গুপ্ত রহস্য ড্রামায় নির্দিষ্ট আছে। বিদেশ এখন ভারতের প্রতি দাতা ভাব রাখে। ড্রামা অনুযায়ী এইসব নির্দিষ্ট আছে। কল্প পূর্বেও এমন হয়েছিল। বাবা বোঝান কল্প কল্প আমরা মিলিত হয়েছি। কল্প কল্প শ্রীমৎ দ্বারা বাবার কাছে তোমরা নিজেদের স্ব রাজ্য প্রাপ্ত করো আর কিছু করতে হয়না। অহিংসা পরমোধর্ম দ্বারা তোমরা শ্রীমৎ অনুযায়ী বিশ্বের মালিক হও। 'শ্রী শ্রী' গুরুদের বলা যাবেনা। শিববাবাকেই একমাত্র 'শ্রী শ্রী' বলা যাবে। ভগবানুবাচ - এই হল ৫০০০ হাজার বছর পূর্বের সেই সময়, যখন আমি সকলের উদ্ধার করতে এসেছি। তোমরাও হলে শিববাবার নাতি নাতনি ব্রহ্মার সন্তান ব্রহ্মাকুমার - কুমারী। উঁচু পদের ব্যক্তিদেরও বোঝাতে পারো। কেউ সমাজ সেবক থাকলে তাদেরও ভালো ভাবে বোঝাতে পারো। সার্ভিস দিয়েই বৃদ্ধি হয়। সাহস রাখতে হবে। এই কথা তো জানো যে মায়া কম নয়। চড় মেরে এমন মুখ ঘুরিয়ে দেয় যে বুদ্ধি রামের বিপরীতে চলে যায়। একটি খেলনা আছে না - এখন

রামের, তখনই রাবণের (ব্রহ্মাবাবা বানিয়েছিলেন বোঝানোর জন্য)। বাবা বলেছিলেন বিরাট রূপও তৈরি করো। তাতে বর্ণ দেখাতে হবে - দেবতা বর্ণ, তারপরে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বর্ণে আসে আত্মারা। শূদ্র থেকে এখন আবার ব্রাহ্মণ বর্ণে এসেছ । চুরাশি-র চক্র ভারতে এইভাবেই চলে। তোমরা সবাইকে বোঝাতে পারো। একেই বলে সহজ রাজ যোগ। তোমরা হলে রাজ যোগী রাজ ঋষি, তারা হল হঠ যোগ ঋষি।

তোমরা এখন শ্রীমৎ অনুযায়ী চলে পবিত্র হও। সত্যযুগ ত্রেতা হল সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। সেখানে মায়া নেই। সন্তান জন্ম যেমন হওয়ার তেমনভাবে হবে। তোমরা এই প্রশ্ন কেন করো যে সন্তান জন্ম হবে কিভাবে ? প্রথমে বর্সা তো নাও। প্রথা প্রচলন যা হওয়ার তা হবে। এইসব প্রশ্ন কেন করো ? তোমাদের তো নির্বিকারী হতে হবে, তারপরে যা নিয়ম হবে তা প্রচলনে থাকবে। শ্রীকৃষ্ণও গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন। তাঁকে সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা হয়। তিনি তো গর্ভ মহলে খুব আরাম করে বসে ছিলেন। এখানে তো গর্ভ জেলে অনেক দন্ড ভোগ করে ত্রাহি ত্রাহি করে। এইসব কথা বোঝাতে হবে। সার্ভিস করতে হবে। মিত্র, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী ইত্যাদি সবাইকে জ্ঞান দিতে হবে। বাবার পরিচয় দিতে থাকো। বেহদের পিতা স্বর্গ স্থাপনা করেন। বাবা বলেন আমায় স্মরণ করো তো তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। প্রতিজ্ঞা করো যে - বাবা, আমি আপনার সহযোগী হয়ে পবিত্রতার বর্সা অবশ্যই নেব। পুরুষার্থের ওপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। ফলো মাদার-ফাদার। কি জিজ্ঞাসা করতে হবে ? মুখ্য উদ্দেশ্য হল রাজ যোগ, রাজত্বের জন্যে যোগ। প্রজা যোগ নয়। রাজা হলে প্রজা তো নিশ্চয়ই চাই। ভারতে সর্বদা রাজা-রানীর রাজ্য চলেছে। এখন তো কোনো রাজা-রানী নেই। বাবা আবার রাজা-রানীর রাজ্য স্থাপন করছেন। একেই বলা হয় প্রবৃত্তি মার্গ। পতিত-পাবন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। পতিত-পাবন অবশ্যই বলতে হবে। পতিত-পাবন বাবা আমাদের রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করছেন। সুতরাং সত্য পিতা হলেন তাইনা। সত্য শিক্ষক এবং সদগুরুও হলেন। পতিত-পাবন হলেন ফার্স্ট। গুরুর মহিমা হল খুব বেশি।

যাদের সংসারে কলহ হয় তখন বলা হয় কলহ-ক্লেশ হলে মাটির কলসের জলও শুকিয়ে যায়। তখন বিঘ্ন বাধা সৃষ্টিকারীকে দোষারোপ করা হয়। ড্রামা অনুযায়ী তাদের বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে যায়। কিছুই বলতে পারেনা। যদি নিন্দে করবে তাহলে গলা রুদ্ধ হয়ে যাবে। সদগুরুর নিন্দুক কোথাও স্থান বা ঠাহর পায়না। ইনি হলেন সত্য পিতা, সত্য শিক্ষক, সত্য গুরু। বাবা বলেন যদি আমার নিন্দা করাবে তো উঁচু পদের প্রাপ্তি হবেনা। বিনাশের রিহার্সাল হতে থাকবে। তখন মানুষ জাগবে। তোমরা যদিও জাগাও , তবুও তারা গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে। শাস্ত্রে কতরকম গ্লানির কথা লেখা আছে। সত্যযুগের নাম লুপ্ত করে দিয়েছে। খুশীতে অন্তরে লাফানো উচিত। মাতা পিতার সঙ্গে কখনও রাগ অভিমান করবেনা। ঝড় আসবে কিন্তু কখনও বাবাকে ত্যাগ করবেনা। মাতা-পিতার কাছে থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেনা। মায়া কিন্তু খুব কঠিন। বাচ্চারা তোমরা কখনও রাগ করবেনা। তোমরা সবাইকে হাসাতে থাকো। বাবার দেওয়া বিরাট লটারি প্রাপ্তির আনন্দে আনন্দিত থাকা উচিত। কাউকে দুঃখ দেবেনা। দুঃখ দিলে দুঃখে মৃত্যু হবে। মুখ দিয়ে সর্বদা রত্ন বের করবে, পাথর নয়। পাথর বেরোলে পাথরবুদ্ধি হয়ে যাবে। এখনও তো কেউ সম্পূর্ণ হয়নি। সম্পূর্ণ হওয়ার পুরুষার্থ করা উচিত। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ন স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বাবার সহযোগী হয়ে তাঁর কাছে পুরস্কার নিতে হবে। সদগুরুর নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। গ্লানি করাবে না।

২) নিজেদের মধ্যে কলহ করবেনা। মুখে সর্বদা রত্ন থাকবে, পাথর নয়। সবাইকে হাসাতে হবে, অভিমান করবে না।

বরদান : - সমর্থ স্থিতির আসনে বসে ব্যর্থ এবং সমর্থের নির্ণয়কারী স্মৃতি স্বরূপ ভব

ব্যাখা: এই জ্ঞানের সুগন্ধ হল স্মৃতি স্বরূপ হওয়া। প্রতিটি কাজ করার আগে এই বরদান দ্বারা সমর্থ স্থিতির আসনে বসে নির্ণয় করো যে এই কাজটি ব্যর্থ বা সমর্থ তারপরে কাজটি করো, কাজ করে চেক করো যে কর্মের আদি, মধ্য, অন্ত তিনটি কাল সমর্থ কিনা ? এই সমর্থ স্থিতির আসন-ই হল হংস আসন, যার বিশেষত্ব হল নির্ণয় শক্তি। নির্ণয় শক্তি দ্বারা সর্বদা মর্যাদা পুরুষোত্তম স্থিতিতে এগিয়ে যেতে পারবে।

স্লোগান - অনেক প্রকারের মানসিক রোগ দূর করার সাধন হল - সাইলেন্সের শক্তি ।